E-mail: publicrelations@du.ac.bd

২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১



জনসংযোগ অভিস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চাকা- ১০০০, বাংলাদেশ কোন : ৫৫১৬৭৭১৯

**DU in Media** 

12 December 2024

### জনকণ্ঠ

### ভোরের কাগজ

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ বৃদ্ধিজীবী ও বিজয় দিবসের কর্মসচি ঘোষণা

শহীদ বুজিজীবী দিবস ও মহান বিজয় সভাপতিত্ব ছাত্ৰ-শিক্ষক মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

এছাড়া, বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের দোয়া/প্রার্থনা করা হবে।

বিজয় দিবসের কর্মসূচির মধ্যে

জনুত্বান শার্ম বাদ ত্রামর দিবসটি উপলক্ষে বাদ জোহর বিশ্বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিনুল জামিয়াসহ বিভিন্ন হলু এবং আবাসিক এলাকার মসজিদে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দেশের সমৃদ্ধি ও উনতির জন্য দোয়া করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য উপাসনালয়ে শহীদদের আফ্রার শান্তি কামনা করে প্রার্থনাসভা অনুষ্ঠিত হবে।

দিবসটি উপলক্ষে কলা ভবন, কাৰ্জন হল, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র ও স্মৃতি চিরন্তনসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আলোকসজ্জা করা হরে। বিজ্ঞপ্তি

उँभगरक जाका विश्वविদ्यालय কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কর্মসৃষ্টি গ্রহণ করেছে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে; ১৪ ডিসেম্বর শনিবার সকাল ৬টা ২০ মিনিটে উপাচার্য ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভবনসমূহে কালো পতাকা উত্তোলন, সকাল সাড়ে ওটায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে জমায়েত, সকাল ৬টা ৩৫ মিনিটে উপাচার্য অধ্যাপক ড, নিয়াজ আহমদ थात्नत त्नजृद्ध दिश्वविमानस्त्रत्न कन्त्रीय মসজিদ প্রাঙ্গণে কবরস্থান, জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণে স্মৃতিনৌধ ও বিভিন্ন আবাসিক এলাকার স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ। এরপর মিরপুর শহীদ বৃদ্ধিজীবী শৃতিসৌধে ও রায়ের বাজার বধ্যভূমি শ্রতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের উদ্দেশ্যে যাত্রা। সকাল সোয়া ১১টায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের

কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিয়াসহ বিভিন্ন হল মসজিদ ও অন্যান্য উপাসনালয়ে শহীদ दुक्किजीवीरमद আন্তার মাগফেরাত এবং শান্তি কামনায়

রয়েছে: ১৬ ডিসেম্বর সোমবার সকাল ৬টা ২০ মিনিটে উপাচার্য ভবনসহ विश्वविमालसात एक जुभून जनमञ्ह জাতীর পতাকা উত্তোলন, সকাল সাড়ে ৬টার শৃতি চিরন্তন চতুরে জমায়েত এবং দকাল ৬টা ৩৫ মিনিটে উপাচার্য অধ্যাপক ভ নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষাৰী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাভার জাতীয় স্মতিসৌধে পুস্পন্তবক অর্পণের **डिएम्ट्या** योजा ।

সন্ধ্যা পৌনে ৬টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগ, নৃত্যকলা বিভাগ এবং থিয়েটার আভ পারফরমান স্টাডিজ বিভাগের যৌথ ব্যবস্থাপনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে।

# **The Country Today**

# Martyred Intelle tuals Day, Victory Day programs at DU

### **DU Correspondent**

Dhaka University authorities have taken various programs on the occasion of Martyred Intellectuals Day on Saturday and the great Victory Day on

Martyred Intellectuals Day Programs:

for Martyred programs Intellectuals Day include: hoisting of black flags on important buildings of the university including the Vice-Chancellor's Building at 6:20 am on Saturday, December 14, 2024, gathering at the foot of Invincible Bangla at 6:30 am, and laying wreaths at the cemetery in the premises of the university's central mosque, the memorial in the premises of Jagannath Hall, and memorials in various residential areas led by Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan at 6:35 am. Then, a procession will be taken to the Mirpur



Martyred Intellectuals Memorial and the Rayer Bazar Massacre Memorial to lay wreaths. At 11:15 am, a discussion meeting will be held at the Student-Teachers Center Auditorium under the chairmanship of Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan.

In addition, after Zohar, prayers will be offered for the forgiveness and peace of the souls of the martyred intellectuals at various halls, mosques and other Continued to page 2

## Martyred Intellectuals

worship, including the central mosque of the university, Masjidul Jamia.

Great Victory Day Program:

The Great Victory Day program includes: hoisting the national flag at important buildings of the university including the Vice-Chancellor's building at 6:20 am on Monday, December 16, 2024, gathering at the Smriti Chirantan Chattar adjacent to the Vice-Chancellor's building at 6:30 am, and Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan led the university's teachers, students, officers and employees to lay wreaths at the Savar National Memorial.

At 5:45 pm, a cultural program will be presented at the Student-Teacher Center Auditorium under the joint management of the University's Music Department, Dance Department and Theater and Performance Studies Department.

On the occasion of the day, after Zohar, prayers will be offered in various halls and mosques in the residential area, including the central mosque of the university, Masjidul Jamia, for the forgiveness of the souls of the martyrs and for the prosperity and progress of the country. Prayer meetings will be held in other places of worship of the university, seeking the peace of the souls of the martyrs.

শহীদ বুদ্ধিজীবী ও বিজয় দিবসে ঢাবির কর্মসূচি । আগামী ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস এবং ১৬ ডিসেম্বর মুখ্যা বিজয় দিবস উপপক্ষে ঢাক। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক বিভিন্ন প্রথাস্চি গ্রহণ করেছে। ১৪ ডিসেম্বর শনিবার সকাল এটা ২০ শিনিটে উপাচার্য ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুতুপূর্ণ **७**वनगम् (२ কালো উত্তোলন, সকাল সাড়ে ৬টায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে खमाराज, जकाम ७ जा ७० मिनिर्छ অধ্যাপক ড্. नियाज উপাচর্যে আহমদ খানের বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রান্তণের কবরস্থান, জগন্নাথ হল প্রান্তণের স্মৃতিসৌধ ও বিভিন্ন আবাসিক এলাকার স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ। এর পর মিরপুর শহীদ বৃদ্ধিজীবী মৃতিসৌধে ও রায়ের বাজার বধ্যভূমি শ্বৃতিসৌধে পুষ্পন্তবক অর্পণের উদ্দেশ্যে যাত্রা। বেলা সোয়া ১১টায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা

ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিয়াসহ বিভিন্ন হল यमिक ७ जनाना उपामनानास বৃদ্ধিজীবীদের আত্মার শহীদ মাগফেরাত এবং শান্তি কামনায় पाया-थार्थना कता হবে।

অনুষ্ঠিত হবে।

বিজয় দিবসের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সকাল ৬টা ২০ মিনিটে উপাচার্য ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওক্তবুপূর্ণ ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সকাল সাড়ে ৬টায় উপাচার্য ভবন সংলগ্ন স্মৃতি চিরন্তন চতুরে জমায়েত এবং সকাল ৬টা ৩৫ মিনিটে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্কুক, শিকাথী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাভার জাতীয় শ্বৃতিসৌধে পৃস্পস্তবক অর্পণের উদ্দেশে যাত্রা।

সন্ধ্যা পৌনে ৬টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দু মিলুনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগ, নৃত্যকলা বিভাগ এবং থিয়েটার আভে পারফরম্যাল স্টাডিজ বিভাগের যৌষ ব্যবস্থাপুনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত

হবে । দিবসটি উপলক্ষে বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিয়াসহ বিভিন্ন হল এবং আবাসিক এলাকার মগজিদে শহীদদের আজ্রার মাগফেরাত কামনা এবং দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য দোয়া করা হবে। विश्वविमानस्यत खनगना উপাসনালয়ে শহীদদের আত্যার শান্তি কামনা করে প্রার্থনাসভা অনুষ্ঠিত হবে। দিবসটি উপলক্ষে কলা ভবন, কার্জন হল, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র ও সৃতি চিরভনসহ গুরুত্বপূর্ণ শ্বপনায় আলোকসজ্জা করা হবে।

Public Relations Office University of Dhaka Dhaka-1000, Bangladesh Phone: 55167719

E-mail: publicrelations@du.ac.bd

২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১



**DU in Media** 

জনসংযোগ অকিস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা– ১০০০, বাংলাদেশ ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯

**12 December 2024** 

### নয়া দিগন্ত

# দৈনিক আমাদের বার্তা

# ঢাবির বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্তির বিষয়ে কমিটি

■ আমাদের বার্তা ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ
মর্যাদা পাওয়ার জন্য প্রয়োজ্য
বিষয়সমূহ চিহ্নিত করে
প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের
লক্ষেন উপাচার্যের নির্দেশনা
অনুযায়ী ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি
কমিটি গঠন করা হয়েছে।

াকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অবুসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড, তাজমেরী এস এ ইসলাম কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন কর্বেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড, এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড, মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান ও

জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আখতার হোসেন খান। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

উল্লেখ্য, ১৯৫২ খ্রিষ্টান্দের
ভাষা আন্দোলন থেকে গুরু করে ১৯৭১এর মুক্তিযুদ্ধ ও এর পরবর্তী সকল
গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামসহ ২০২৪এর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের
মাধ্যমে বাংলাদেশের নবজাগরণের
ইতিহাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে
গৌরবময় ভূমিকা। এই কমিটি ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ের সব গৌরবময় অবদান
চিহ্নিত করে বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্তির জন্য
সপারিশ করবে।

## দৈনিক বাংলা

# শহীদ বুদ্ধিজীবী ও বিজয় দিবস ঘিরে ঢাবিতে নানা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক

আগামী ১৪ ভিসেম্বর শহীদ বৃদ্ধিজীবী দিবস ও ১৬ ভিসেম্বর মহান বিভায় দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কর্মসূচি নিমেছে। গতকাল বুধবার দুই দিবসকে খিরে কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয়টি।

ঢাবির জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
মোহান্দদ রফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথা
জানানো হয়। পেখানে বলা হয়, ১৪ ভিসেম্বর শহীদ
বৃদ্ধিজীবী দিবসে সকাল ৬টা ২০ মিনিটে উপাচার্য ভবনসহ
বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলোর কালো পালাকা
উরোলন, সকাল সাড়ে ৬টায় অপরাজেয় বালোর পালাকা
উরোলন, সকাল ভাটা ৩৫ মিনিটে উপাচার্য অধ্যাপক ভ,
নিয়াজ আহমদ ঝানের নেভুত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয়
মগজিদ প্রাদ্ধণের করেহান, জপানাথ হল প্রাপ্তনের কেন্দ্রীয়
মগজিদ প্রাদ্ধণের করেহান, জপানাথ হল প্রাপ্তনের বিজ্ঞার
বিদ্ধির আবাসিক এলাকার স্মৃতিসৌধে পুপপ্তবক অর্পণ।
এরপর মিরপুর শহীদে পুক্পান্তবক অর্পনের উন্দেশে যাত্রা।
করালর সভাতিই ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক
আলোচনা সভা হবে।

এ ছাড়া, বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ

মসজিদুল জামিয়াসহ বিভিন্ন হল মসজিদ ও অন্যান্য জিপাসনালয়ে শহীদ বৃদ্ধিজীবীদের আত্মার মাগাফিরাত এবং শান্তি কামনায় দোয়া-প্রার্থনা করা হবে। এনিকে বিজয় নিবনের কর্মসূচিতে ১৬ জিসেদর সকাল ৬টা ২০ মিনিটে উপাচার্য ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভবনস্থলোর জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সকাল সাড়ে ৬টার উপাচার্য ভবন সংলাম "মৃতি চিরন্তন চত্বরে জমায়েত এবং সকাল ৬টা ৩৫ মিনিটে উপাচার্য অধ্যাপক ছ. নিরাজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাভার জাতীয় মৃতিনৌধে সুম্পাতবক অর্পদেশ হার্রা। সন্ধ্রা পৌনে ৬টাম ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগ, নৃত্যকলা বিভাগ এবং থিয়েটার আাভ পারফ্রমাস স্থাতিজ বিভাগের যৌধ ব্যবস্থাপনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে।

নিবসটি উপলক্ষে বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিয়াসহ বিভিন্ন হল এবং আবাসিক এলাকার মসজিদে শহীদদের আথার মাগফেরাত কামনা এবং দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য দোয়া করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য উপাসনালয়ে শহীদদের আথার শান্তি কামনা করে প্রার্থনাসভা অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া কলা ভবন, আর্জন হল, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র ও স্মৃতি চিরভনসহ ভক্তরপূর্ণ স্থাপনায় আলোকসজ্জা করা হবে।

### প্রথম আলো

# আজ শুরু হচ্ছে প্রথমার বিজয় বইমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মাসে প্রথম। প্রকাশনের আয়োজনে শুরু হচ্ছে বিজয় বইমেলা। আজ বৃহস্পতিবার বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে এ বইমেলা শুরু হবে।

১২ থেকে ২১ ডিসেম্বর ১০ নিনব্যাপী অনুষ্ঠেয় প্রথমার বিজয় বইমেলা উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে।

আগামীকাল শুক্রবার (১৩ ডিসেম্বর) বিকেল চারটার প্রথমার বিজয় বইমেলার অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন ঘোষণা করবেন ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।
১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও ১৬
ডিসেম্বর বিজয় দিবসে অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ অনুষ্ঠান।
শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে একান্তরের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ
বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে বিশেষ বক্তৃতা করবেন অধ্যাপক
সেয়দ মনজুরুল ইসলাম ও অধ্যাপক সামিনা লুংফা।
১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে বিশেষ বক্তৃতা করবেন
অধ্যাপক আবদ্যশ্লাহ আব সায়ীদ।

১৫ ডিসেম্বর রোববার বিকেল পাঁচটায় বক্তুতা করবেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমর। ১৯ ডিসেম্বর লেখক মহিউদ্দিন আহমদের লেখা ও গবেষণা নিয়ে আলোচনা এবং ২০ ডিসেম্বর লেখক অধ্যাপক আসিফ নজরুলের লেখালেখি ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া এসব অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি ও সংগীত পরিবেশন করবেন খ্যাতিমান শিল্পীরা।

প্রতিদিন মেলা শুরু হবে বেলা ১১টায়, চলবে রাত ৮টা পর্যন্ত। মেলায় প্রথমা প্রকাশনের বইসহ দেশের বিভিন্ন প্রকাশনীর বই পাওয়া যাবে। এ দ্বাড়া ভিনদেশি প্রকাশনীর বই ও পত্র-পত্রিকাও থাকবে। প্রথমা প্রকাশনের বইসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কিছু বই ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়কৃত মূল্যে পাওয়া যাবে।

## ঢাবির বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্তির বিষয়ে কমিটি

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সব গৌরবময় অবদান ছিহ্নিত করে বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্তির সুপারিশে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ভিসির নির্দেশনা অনুযায়ী কমিটিটি করা হয়েছে বলে গত মঙ্গলবার বিকেলে এক প্রেস বিজ্ঞব্রিতে এ তথ্য জানানো হয়।

কমিটিতে ঢাবি রসায়ন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. তাজমেরী এস এ ইসলাম কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। কমিটির সদস্যসচিৰ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন চাবির ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনমী আমস উদ্দিন আহমাদ। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন : কাংলাদেশ উনাক্ত विশ्वविদ्यालस्यत हुनाहार्य ও ঢाका विश्वविদ्यालय পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দূল ইসলাম, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান ও জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: আখতার হোসেন খান।

উল্লেখ্য, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে গুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও এর পরবর্তী সব গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামসহ ২০২৪ এর বৈষমানিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের নবজাগরণের ইতিহাসে ঢাবির রয়েছে গৌরবময় ভূমিকা। এ কমিটি ঢাবির সব গৌরবময় অবদান চিহ্নিত করে বিশেষ মুর্যাদা প্রাপ্তির জন্য সুপারিশ করবে।